সমকাল

তারিখ ...22 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫...

উদ্যোগ ভালো হলেও বাস্তবায়ন কঠিন

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে ৪০ শতাংশ 'এলাকা কোটা' চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বিশিষ্টজন। তাদের মতে, নতুন এ কোটা ব্যবস্থা রাজধানীর যানজট নিরসন এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সময় বাঁচাতে ভূমিকা রাখবে। তবে এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তারা।

গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এবং গতকাল বুধবারের সভায় বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান এ প্রসঙ্গে সমকালকে বলেন, ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার বিষয়টি এখনও প্রস্তাব আকারে রয়েছে। আরও আলাপ-আলোচনার পর সবার মত নিয়ে এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রী অনুমোদন করলে তা সার্কুলার আকারে জারি করা হবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি শুভ উদ্যোগ। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার জন্য হবে ইতিবাচক। তিনি বলেন, তবে এ কোটা কার্যকরের ক্ষেত্রে তিনটি বাস্তব সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, প্রতিটি এলাকার সব বিদ্যালয় একই মানের নয়। এতে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এখনই প্রতিটি বিদ্যালয়ের মান বাড়ানোর কাজ শুরু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোনো বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। তৃতীয়ত, এটিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা অভিহিত করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, অসত্য তথ্য দিয়ে কেউ ভর্তি হতে চাইলে তা বন্ধের প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এ সুযোগে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির বাণিজ্য ও কোটার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

স্কুলে ভর্তিতে এলাকা কোটা

তবে এ কোটা পদ্ধতিতে 'দুর্নীতি বাড়তে পারে' বলে আশঙ্কা রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগমের। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ছাড়াও এলাকার মাস্তান বাহিনীও প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে ভর্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এ ছাড়া অভিভাবকদের ভোটার আইডি কার্ডের ঠিকানা যাচাই করে ভর্তির প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু নীলক্ষেতে গেলে যে কেউ ১০ টাকা দিয়ে ভুয়া আইডি বানাতে পারে। শাহান আরা বেগম জানান, তার প্রতিষ্ঠানে এরই মধ্যে মতিঝিল কলোনির জন্য ৪০ শতাংশ কোটা রয়েছে। এসব বিষয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবারও সভা হওয়ার কথা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এ প্রসঙ্গে সমকালকে বলেন, ৪০ ভাগ এলাকার কোটা নির্ধারণ খুব ভালো সিদ্ধান্ত। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চাই। এ সিদ্ধান্ত ভর্তিবাণিজ্য কমাতে সহায়ক হবে। তবে

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

উদ্যোগ ভালো

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ জন্য শক্ত মনিটরিং দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিষয়টি এখনও প্রস্তাব আকারে বিবেচনাধীন। এ নিয়ে এখনও সবার মতামত দেওয়া ও আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।